(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

জরুরি
অতি গোপনীয়

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.২২৯.২০.৯২

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪২৭
১৪ মে ২০২০

বিষয়: **চলমান বোরো সংগ্রহ/২০২০ কার্যক্রমে ধান-চাল সংগ্রহ ত্বরান্বিতকরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রথম দফায় ৬.০০ লাখ মেট্রিক টন এবং দ্বিতীয় দফায় ২.০০ লাখ মেট্রিক টন বোরো ধানের বিভাজন মাঠ পর্যায়ে প্রেরিত হয়েছে। এটি যাবৎ সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা। কোভিড-১৯ সৃষ্ট বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যগত সতর্কতা অবলম্বন করে দ্রুততার সাথে এ লক্ষ্যমাত্রা (জুনের মধ্যে ৬০%, জুলাইয়ের মধ্যে ৯০% এবং ১৫ আগস্টের মধ্যে ১০০%) অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি ৩০ জুনের সমাপনী মজুতে চালের অবদান যাতে সুদৃঢ় থাকতে পারে তজ্জন্য চালের সংগ্রহও অনুরূপ সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার আলোকে এগিয়ে নিতে হবে। বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তা মজুত ধারণার সাথে সম্পৃক্ত।

এমতাবস্থায় ধান সংগ্রহ অবাধ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেয়া হলোঃ

(১) ধান সংগ্রহের বিষয়টি মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, কেবল টিভি স্ক্রল প্রদর্শন প্রভৃতি উপায়ে প্রচারণার সার্বিক ব্যবস্থা নিতে হবে;
(২) অবিলম্বে জেলা/উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা করে লটারির মাধ্যমে ইউনিয়নওয়ারী নির্বাচিত কৃষকদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক ক্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ, ইউনিয়ন কাউন্সিলের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন এবং ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া লটারির মাধ্যমে ক্রমিক নম্বরযুক্ত অপেক্ষমান কৃষক তালিকা প্রস্তুত রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। প্রথম লটারিতে নির্বাচিত কৃষকগণকে গুদামে ধান সরবরাহের পরিমাণ (১ মে:টনের নীচে নয়) এবং সরবরাহের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে। হাওরাঞ্চলে এবং অন্যত্র নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত ইউনিয়নগুলোতে জুন/২০২০ এর মধ্যে ধান সংগ্রহ সম্পন্ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। ইউনিয়নের নির্বাচিত কৃষক সংখ্যা এবং ক্রয়কেন্দ্র থেকে দূরত্বের বিবেচনায় ধান সংগ্রহের চূড়ান্ত সময়সীমাভিন্ন ভিন্ন হতে পারে;
(৩) প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে কাজে এবং আচরণে কৃষকবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে/বজায় রাখতে হবে;
(৪) কৃষক ভাইদের সুবিধার্থে ধান সংগ্রহে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে; কৃষকগণ যাতে ধান দ্রুত শুকিয়ে এবং ঝাড়াই-বাছাই করে বিনির্দেশসম্মত করতে পারে তজ্জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে স্থানীয় চাতাল ও ড্রায়ার মালিকদের অনুরোধ করে বিনামূল্যে কিংবা সহনীয় মূল্যে চাতাল, ব্লোয়ার/এসপিরেটর ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে সহায়তা করতে হবে ;
(৫) কেন্দ্রভিত্তিক সংগ্রহ লক্ষমাত্রা এবং গুদামে ধারণক্ষমতা বিবেচনায় প্রতিটি সংগ্রহ কেন্দ্রে এক থেকে তিনটি

খামালের খালি জায়গা ধানের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। গুদামে জায়গার অভাবের কথা বলে ধান সংগ্রহ কোন ক্রমেই বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত করা যাবেনা;

(৬) গুদামে খালি জায়গার সংকট নিরসনে ধান মিলিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। বিধিসম্মতভাবে ১টি খামাল গঠিত হওয়া মাত্র টেকনিক্যাল টীম দ্বারা সার্ভে করে সম্পূর্ণ বিনির্দেশসম্মত পাওয়া গেলে যোগ্য মিলে ক্রাসিংয়ের জন্য বরাদ্দ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ধান মিলিং এর জন্য উপযুক্ত মিলার নির্বাচনপূর্বক চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া এখনই সম্পন্ন করে রাখতে হবে;

(৭) ধান-চাল নির্বিশেষে সংগৃহীত প্রতিটি বস্তায় সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেনসীল প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

(৮) ধান সংগ্রহ কার্যক্রমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।

(৯) প্রতিদিন বিকালে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে ধান/চাল/গম সংগ্রহের তথ্য ও দৈনিক বাজারদর ই-মেইলে খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(১০) পত্র পত্রিকায়/ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত ধান/চাল/গম সংগ্রহ সংক্রান্ত যে কোন নেতিবাচক খবর/প্রতিবেদনের উপর জরুরিভিত্তিতে সরেজমিনে তদন্ত করে খাদ্য অধিদপ্তরে (গৃহীত ব্যবস্থার উল্লেখসহ) প্রেরণ করতে হবে।

১৮-৫-২০২০
সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.২২৯.২০.৯২/১(৩)

তারিখ: ৩১ বৈশাখ ১৪২৭
১৪ মে ২০২০

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল:

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।

৩) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

১৮-৫-২০২০
সারোয়ার মাহমুদ
মহাপরিচালক